সংবাদ

তারিখ ... 02 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ২ ...

এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষা

ফরম পূরণে তিন গুণ ফি আদায়ের অভিযোগ

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের চরম ক্ষোভ

প্রতিনিধি, কচুয়া (চাঁদপুর)

চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলায় এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার ফরম পূরণে গলাকাটা ফি আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। বোর্ডের নির্ধারিত ফি বিজ্ঞানে ১ হাজার ৯শ' টাকা, মানবিক ও ব্যবসায়ে ১ হাজার ৬শ' টাকা না নিয়ে কচুয়ার সব কয়টি কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ফরম পূরণে কোন রসিদ ছাড়াই সাড়ে ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৬ হাজার টাকা আদায় করে নিচ্ছে। এ নিয়ে অভিভাবক ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে চরম ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। অভিযোগে জানা যায়, সাচার ডিগ্রি কলেজ, রহিমানগর শেখ মুজিবুর রহমান ডিগ্রি কলেজ, পালাখাল রুস্তম আলী ডিগ্রি কলেজ, কচুয়া বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ, বাতাবাড়িয়া নুরুল আজাদ কলেজ, গোলবাহার আশেক আলী খান স্কুল এন্ড কলেজ, হাশেমপুর ড. মুনছুর উদ্দিন মহিলা কলেজসহ উপজেলার সব কয়টি কলেজ বোর্ড কর্তৃক উল্লিখিত টাকা নেয়ার নির্দেশ থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। নির্দেশনার বাইরে এসে এসব প্রতিষ্ঠান নাড়ে ৩ হাজার টাকা থেকে সাড়ে ৬ হাজার টাকা ফরম পূরণে ফি আদায় করছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে।

এছাড়া চাপাতলী লতিফিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, শ্রীরামপুর মোহাম্মদীয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, আইনপিরি গুলজার শাহ সিনিয়র মাদ্রাসা, চৌমহনী এস সিনিয়র মাদ্রাসা, মনোহরপুর ফাজিল মাদ্রাসা, মনপুরা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, মেঘদাইর তাহেরিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, আশ্রাফপুর গনিয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, নিশ্চিন্তপুর ডিএন কামিল মাদ্রাসাসহ কচুয়া উপজেলার সব কয়টি মাদ্রাসায় একইভাবে বোর্ডের নির্দেশকে অমান্য করে গলাকাটা ফি আদায় করে নিচ্ছে। এদিকে অভিভাবকরা ক্ষোভের সাথে আমাদের এ প্রতিবেদককে জানান, কয়টি বছর পর আমাদের ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করছে। অতিরিক্ত ফি দিতে আমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। তার পরও তাদের ধার্যকৃত অতিরিক্ত ফি না দিয়ে আমাদের কোন উপায় নেই, যদি না আমাদের ছেলে-মেয়েদের কিছু হয়? এ ব্যাপারে কলেজ ও মাদ্রাসার প্রধানদের কাছ থেকে আমাদের এ প্রতিনিধি জানতে চাইলে তারা বলেন, তারা অতিরিক্ত ফি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নিচ্ছেন। তাছাড়া বছরে একবারই তো নেই আর তো সুযোগ নেই।

এ ব্যাপারে কচুয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. আহসান উল্লাহ চৌধুরী বলেন, অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়টি জেনে প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা নিচ্ছেন, আমার আর কি করার আছে? তবুও আমি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

সাধারণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এই প্রতিকারে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রী, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও কচুয়ার সংসদ সদস্য ড. মহীউদ্দিন খান আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জোর দাবি জানিয়েছেন।